ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

এবার কৃষ্ণসার হত্যা নিয়ে কথা বললেন সালমান খান

পৃঃ ৫

আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে দামী পান্ত

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩২২ ● কলকাতা ● ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

আরজি কর আন্দোলনের পর টলিউডের

বড় অংশের সঙ্গে দূরত্ব রচনা করছেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলচ্চিত্র উৎসবের জাঁকজমককে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন তিনিই। 'টেলিসম্মান' বা 'বঙ্গসম্মান' প্রদানও তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। সিনেমা জগতের লোকজনকে জনপ্রতিনিধি করে লোকসভা বা বিধানসভায় পাঠানোর বিষয়ে সম্ভবত রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন তিনিই। সেই তিনি - মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনা টলিউডের বড় অংশের সঙ্গে 'দূরত্ব' রচনা করছেন।শুক্রবারের 'সৌজন্য' বৈঠক এবং চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তৃণমূলের একটা বড় অংশ। তাঁদেরই এক জনের কথায়, "দিদির মনে এখন একটাই রিংটোন বাজছে - বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিয়ো। সেই মতোই 'সাথী' চেনার প্রক্রিয়া চলছে।"অন্তত দু'টি দৃষ্টান্ত তেমনই 'ইঙ্গিত' করছে। এক, শুক্রবার আলিপুরের 'সৌজন্য' গৃহে আসন্ন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠকে আমন্ত্রিতদের তালিকা এবং দ্বিতীয়ত, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নেতাজি ইন্ডোর থেকে 'ধনধান্য' প্রেক্ষাগৃহে স্থানান্তরণের সিদ্ধান্ত।

কেন এমন সিদ্ধান্ত? পোশাকি কারণ, খুব জাঁকজমক না করে 'ছোট' করে অনুষ্ঠান করা। কিন্তু শাসক শিবির এবং প্রশাসনিক মহল জানে, কারণ আরজি কর আন্দোলন। তৃণমূলের এক 'প্রভাবশালী' এবং মুখ্যমন্ত্রীর 'আস্থাভাজন' নেতার কটাক্ষ, "আরও কালো পোশাক পরে রাস্তায় নামো!" কটাক্ষের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট। আরজি কর-কাণ্ডের

এরপর ৩ পাতায়

মমতার সামনে প্রশ্ন আর এক হুমায়ুনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ খুলে দলের বিড়ম্বনা তৈরি করেছেন এক হুমায়ুন কবীর। দলের কোপের মুখে পড়ে শো-কজ‌রে চিঠিও পেয়েছেন। এ বার বিধানসভার মধ্যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে 'অস্বস্তিকর' প্রসঙ্গ তুলে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আর এক হুমায়ুন কবীর! পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার বিধায়কের প্রশ্ন, জাতীয় স্তরে বিজেপির বিরোধিতায় কংগ্রেস সম্পর্কে তৃণমূলের অবস্থান কী?আগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উদ্ভুত পরিস্থিতির মতো বর্তমান লোকসভায় বিরোধী জোট ঘিরে ফের চর্চা মাথা তুলেছে। তার মধ্যেই এ দিন হুমায়ুন বিজেপি-বিরোধী শিবিরে কংগ্রেস-সহ অন্য আঞ্চলিক দলের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি মমতার সামনে নিয়ে এসেছেন। বিধানসভার কাজ সেরে মমতা এ দিনই গিয়েছিলেন রাঁচীতে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। ফেরার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁর উদ্দেশে বিরোধী মঞ্চ 'ইন্ডিয়া' এবং কংগ্রেসের বিষয়ে তৃণমূলের অবস্থান সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল। কংগ্রেস প্রসঙ্গে দৃশ্যত কোনও আগ্রহ না-দেখিয়েই মমতা বলেছেন, 'লোকসভায় যা অবস্থান নেওয়ার, সেটা আমাদের কারও একার বিষয় নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন আমি। লোকসভায় আমাদের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভায় আমাদের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, উপ-নেতা সাগরিকা ঘোষ এবং মুখ্য সচেতক নাদিমুল হক। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি আমার মতামত জানাব।" তৃণমূল সূত্রের মতে, মমতা বুঝিয়ে দিয়েছেন লোকসভায় দলের অবস্থান বা কংগ্রেস সম্পর্কে কৌশল ঠিক করার জন্য সুদীপ-ডেরেকরাই উপযুক্ত। তার জন্য সাধারণ ভাবে মমতা বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাথা ঘামাতে হবে না!কংগ্রেস প্রসঙ্গে তৃণমূলের অবস্থান ঘিরে নানা চর্চা শুরু হলেও একেবারে মমতার সামনেই বৃহস্পতিবার সেই প্রশ্ন এনে ফেলেছেন প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন। বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধী বিজেপি

এরপর ৩ পাতায়

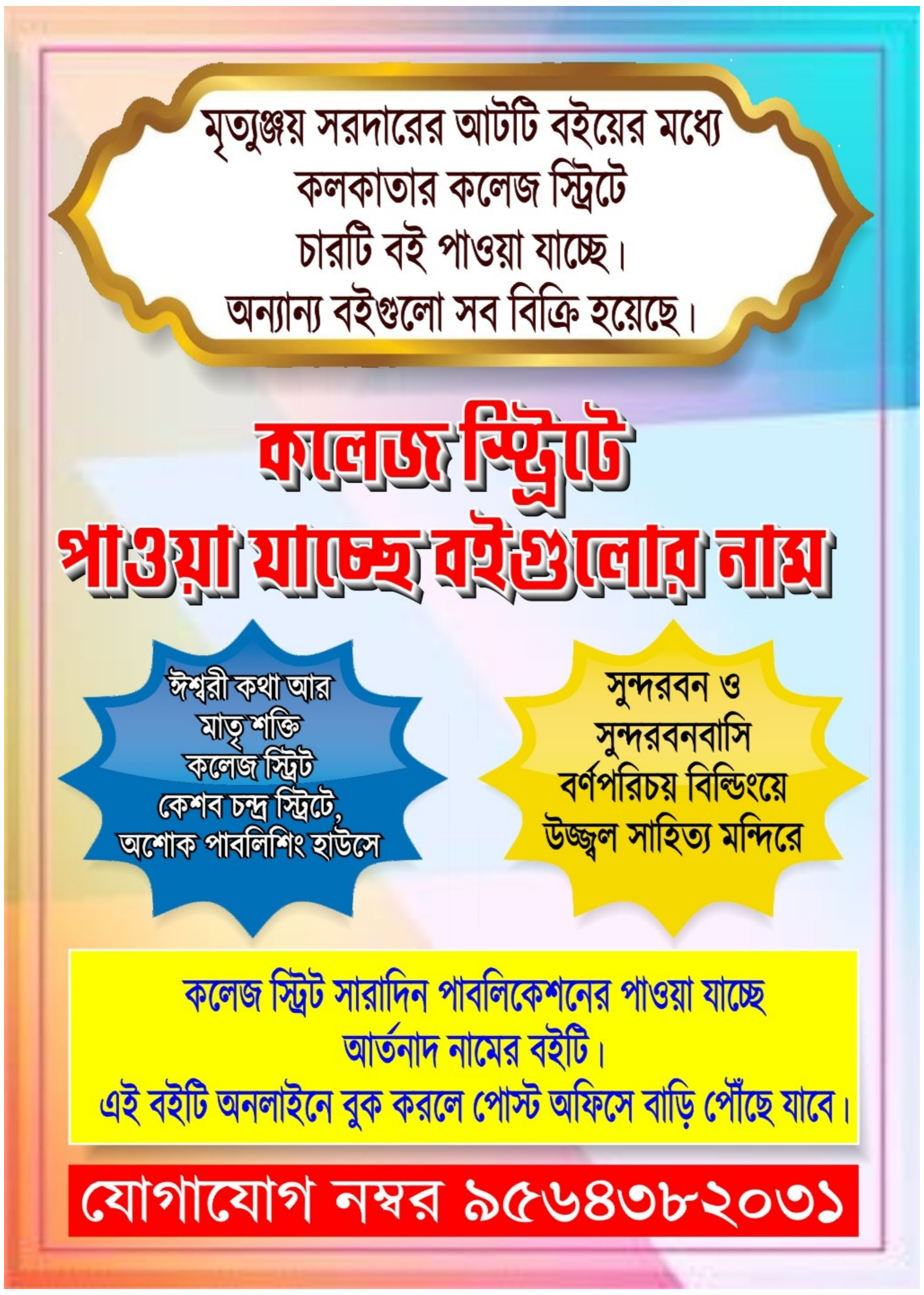

বাংলাদেশে ভিন্ন দেশ, তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারি না: চিন্ময় দাস ইস্যুতে মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।তবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে,অন্য দেশের বিষয় হওয়ায় এই এটি নিয়ে তিনি মন্তব্য করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না।বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিধানসভায় দেওয়া বক্তৃতায় মমতা বন্দোপাধ্যায় বাংলাদেশের বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছেন, 'এই সমস্যাটি কেন্দ্রীয় সরকারের সমাধানের বিষয় এবং তার রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।'

পশ্চিমবঙ্গের এই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একটি ভিন্ন দেশ।ভারত সরকার এটা দেখবে।এটা আমাদের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না।আমাদের এটি নিয়ে কথা বলা বা হস্তক্ষেপ করার কথা নয়।আমরা ভেতরে ভেতরে দুঃখ পেলেও কেন্দ্রের নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করি।'

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের ইসকনের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছেন বলেও জানিয়েছেন।তবে ইসকনের নেতাদের সঙ্গে কী ধরনের আলোচনা হয়েছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি তিনি।

এদিকে, প্রতিবেশী বাংলাদেশে হিন্দুসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত 'হামলা' নিয়ে আলোচনা করতে বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

বৈঠকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তার, সংখ্যালঘুদের কথিত 'নিরাপত্তাহীনতা' এবং চট্টগ্রাম

এরপর ৩ পাতায়

মহারাষ্ট্রের 'মহা' সাসপেন্স! কুরসি-বৈঠক বানচাল করে শিণ্ডে 'ব্যাক টু ভিলেজ'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহারাষ্ট্রের 'মহা'নাটক অব্যাহত! বৃহস্পতিবার রাতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে অচলাবস্থা কাটাতে শাহী দরবারে মেগা বৈঠকের পর মনে করা হচ্ছিল কাটতে চলেছে জট। শুক্রবার হওয়ার কথা ছিল মহাজুটির আর একটি বৈঠক। কিন্তু সেই বৈঠকই বাতিল হয়ে গেল। কেননা 'কেয়ারটেকার' মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে আচমকাই চলে গিয়েছেন নিজের গ্রামে!সবচেয়ে জোরাল দাবি, হয়তো ফড়ণবিসকে মুখ্যমন্ত্রী রেখে অজিত ও শিণ্ডেকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হবে। কিন্তু শিণ্ডে শিবিরের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী থাকার পর আর উপমুখ্যমন্ত্রী পদ গ্রহণ করা একনাথ শিণ্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সেই সঙ্গেই শোনা যাচ্ছিল, দ্রুত সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হবে। আগামী ২-৫ ডিসেম্বরের মধ্যে শপথ নিতে পারেন মারাঠাভূমের হবু মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন বাড়াচ্ছে শিণ্ডের গ্রামে ফেরা।যার ফলে ভেস্তে গেল আলোচনা। ফলে এখনও অধরাই রইল 'মুখ্যমন্ত্রী কে' প্রশ্নের উত্তর।

অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠক সেরে শুক্রবার সকালে মুম্বই ফেরেন শিণ্ডে। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়ণবিস ও এনসিপি নেতা অজিত পওয়ার। সেই সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শিণ্ডে বলেন, দিল্লির বৈঠক 'ফলপ্রসূ' হয়েছে। কিন্তু এর পরই তিনি পাড়ি দেন সাতারা জেলায় নিজের গ্রামে। ফলে জারি রইল সাসপেন্স।বৃহস্পতিবার রাতে শাহের বাড়িতে যে বৈঠকে হয়েছে তাতে মূলত মন্ত্রিসভার বণ্টন নিয়ে কথা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী-সহ মোট ৪৩ জন মন্ত্রী মন্ত্রিসভায় থাকতে পারেন। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী বাদে মন্ত্রী হতে পারবেন ৪২ জন। সূত্রের দাবি, মন্ত্রিসভার সিংভাগ সদস্যও বিজেপিই পেতে চলেছে। কিন্তু এর সঙ্গেই শোনা যাচ্ছে, শিণ্ডে নাকি নিজেকে এই লড়াই থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তবে, তাঁকে মহা কুরসির বদলে সান্ত্বনা হিসাবে কী দেওয়া হবে সেটা নিয়েও নানা মুনির নানা মত।

বাংলাদেশের জেলে বন্দি ৭৯ ভারতীয়! আর ঘরে ফেরা হবে? চিন্তায় পরিবার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিন যত যাচ্ছে ততই ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। উত্তাল ওপার বাংলা। পথে সেদেশের সংখ্যালঘুরা। এরইমধ্যে চিন্তা বাড়ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ, নামখানার মৎসজীবীদের পরিবারে। এই সমস্ত এলাকার ৭৯ জন মৎস্যজীবী বর্তমানে বাংলাদেশের জেলে বন্দি। তাঁদের ভবিষ্যতের চিন্তাতেই বর্তমানে ঘুম উড়েছে পরিবারের সদস্যদের।এই ঘটনার পর থেকেই তাঁরা বাংলাদেশের জেলে বন্দি রয়েছেন। ছাড়া হয়নি এখনও। এদিকে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির পর থেকে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। প্রতিবাদে ঢেউ এসে পৌঁছেছে এপার বাংলাতেও। পথে নেমেছে একাধিক হিন্দু সংগঠন। পথে নেমেছে বিজেপিও। এখন মৎসজীবীদের শেষ পর্যন্ত কবে ঘরে ফেরানো যায় সেটাই দেখার।কীভাবে তাঁদের ফের দেশে ফেরানো হবে তা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছেন না কেউই।

উদ্বেগের আবহে ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, গত অক্টোবর মাসের শুরুতে বঙ্গোপসাগরে ইলিশ ধরতে গিয়েছিল ওই মৎসজীবীদের দল। কিন্তু, বাংলাদেশের উপকূল রক্ষীর দাবি, তাঁরা মাছ ধরতে ধরতে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে পড়েছিলেন। সে কারণেই মৎসজীবীদের পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে থাকা ৫টি ট্রলারকেও আটক করে বাংলাদেশের উপকূল রক্ষীবাহিনী এবং নৌবাহিনী। তারপরেই গ্রেফতার।

ঢাকাকে কড়া বার্তা, বৈঠক মোদী ও জয়শঙ্করের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে সতর্ক করল ভারত। আজ রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, হিন্দু ও বাকি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক বাংলাদেশের ইউনূস সরকার। দিল্লির স্পষ্ট বার্তা, বাংলাদেশের সরকারের উপরেই সে দেশের নাগরিক, বিশেষত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বর্তায়।প্রসঙ্গত, এর আগেই বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার এবং জামিন না দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। তাতে কড়া জবাব দিয়ে ঢাকা জানায়, বিষয়টি সম্পূর্ণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ। এই নিয়ে বাইরের কোনও দেশের কথা বলা সাজে না। গোটা বিষয়টি মোদী সরকারের জন্য অস্বস্তির। কারণ বিরোধীরা ইতিমধ্যেই সুর চড়াতে শুরু করেছে। বিশেষ করে তোপ দাগছে কংগ্রেস। আর তাই সংসদে জয়শঙ্করকে দিয়ে বিবৃতি দেওয়ানোর কৌশল ভাবা হচ্ছে। আজ প্রাক্তন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুর বলেছেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত অস্বস্তিজনক এবং ভয়ংকরও বটে। সমস্ত ভারতীয়ই উদ্বিগ্ন, কারণ বাংলাদেশ আমাদের উল্টো

এরপর ৩ পাতায়

বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের সংসদে জয়শঙ্করের বিবৃতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর কথিত হামলার অভিযোগের বিষয়ে ভারতের সংসদ লোকসভায় আজও আলোচনা হয়েছে। শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে বিবৃতি দিয়েছেন। এতে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুসহ সকল নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের।

লোকসভায় সংসদ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে জয়শঙ্কর বলেছেন, 'ভারতের সরকার এসব ঘটনার বিষয় গুরুতরভাবে বিবেচনায় নিয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারের কাছে দিল্লির উদ্বেগ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে সাম্প্রতিক দুর্গাপূজা উৎসবের সময় মন্দির ও পূজা মণ্ডপে হামলার খবরও প্রকাশ্যে এসেছে... এই হামলার পর বাংলাদেশ সরকার শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা উদযাপন নিশ্চিতে সেনাবাহিনী ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েনসহ বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা জারি করেছিল।'

ভারতের এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, 'সংখ্যালঘুসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের ওপর বর্তায়।' রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস (ইসকন) বাংলাদেশের সাবেক পুরোহিত চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার ও হিন্দুদের ওপর কথিত হামলা বৃদ্ধির অভিযোগ ঘিরে চলমান উত্তেজনার মাঝে পরপর দু'দিন অর্থাৎ বৃহস্পতি এবং শুক্রবার ভারতের সংসদে এই বিষয়ে আলোচনা হলো।

এদিকে, একই দিনে (শুক্রবার) চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তার ও সংখ্যালঘুদের নিয়ে দিল্লিতে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। ব্রিফিংয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের বেশিরভাগই বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে জয়সওয়ালকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন। এ সময় রণধীর বলেন, 'হিন্দুদের ওপর হামলা নিয়ে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি। হিন্দুসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর হুমকি এবং হামলার বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের কাছে শক্তভাবে সার্বক্ষণিক উত্থাপন করছে ভারত। এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। সব সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা নিশ্চিতের যে দায়িত্ব বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের রয়েছে, সেটি তারা পালন করবে।'

তিনি বলেন, 'আমরা চরমপন্থি বক্তব্যের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে উদ্বিগ্ন। ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও উসকানিমূলক ঘটনাকে শুধু গণমাধ্যমের অতিরঞ্জন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমরা বাংলাদেশকে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাই...।' গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ওপর গেরুয়া পতাকা উত্তোলনের অভিযোগে হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে মামলা হয়। এই মামলায় সোমবার বিকেলে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার সময় শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার করেন।

পরের দিন চট্টগ্রামের একটি আদালতে চিন্ময়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার শুনানি ঘিরে আদালত চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। এ সময় চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর মুক্তির দাবিতে আন্দোলনকারীদের হামলায় সাইফুল ইসলাম আলিফ নামে চট্টগ্রামে এক আইনজীবী নিহত হন। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার করা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে মাতামাতি চলছে ভারতে।

এছাড়া বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বেড়ে গেছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এ নিয়ে বিক্ষোভও হয়েছে। যদিও এসব অভিযোগের বেশিরভাগই ভিত্তিহীন বলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

১-ম পাতার পর

মমতার সামনে প্রশ্ন আর এক হুমায়ুনের

বিধায়কদের উপস্থিতিতে অস্বস্তির মধ্যে পড়লেও কৌশলে জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তবে এই ঘটনায় শাসক শিবিরে আলোড়ন তৈরি হয়েছে।কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক নিয়ে টানাপড়েন নতুন কিছু নয়। তবে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই এবং গত লোকসভা নির্বাচনের সময়ে 'ইন্ডিয়া' মঞ্চ তৈরি হওয়ার পরে তা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। বিরোধী শিবিরে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলায় তৃণমূলের অবস্থান ঘিরেও সংশয় তৈরি হয়েছে। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর-পর্বে এ দিন কিছুটা ঘুরিয়ে সেই প্রশ্ন তুলেছেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন। কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ আইনে যে বদলের প্রস্তাব করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এ দিন হুমায়ুন জানতে চেয়েছেন, এই ব্যাপারে লোকসভার প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কোনও সমন্বয়ে যাচ্ছে কি না। শাসক শিবিরের রাজনৈতিক অস্বস্তি এড়িয়ে জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "এই প্রশ্ন বিধানসভার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এটা দলীয় বিষয়। আমরা প্রতিবাদে নেতৃত্ব করছি। আরও অনেকে আছে।"

২ পাতার পর

ঢাকাকে কড়া বার্তা, বৈঠক মোদী ও জয়শঙ্করের

দিকের পড়শি। তাদের ভাল থাকা নিয়ে আমরা চিন্তিত। শুধুমাত্র বিদেশ মন্ত্রকই নয়, সমস্ত ভারতীয় নাগরিকই ঘটনাবলির দিকে নজর রাখছেন।'সেটা যেন নিশ্চিত করা হয়, তা ঢাকাকে কড়া ভাষায় আজ বুঝিয়ে দিয়েছে দিল্লি।

পাশাপাশি আজই সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে। সূত্রের খবর, শুক্রবার যদি সংসদ অধিবেশন বিরোধীরা চলতে দেন, তা হলে বিদেশমন্ত্রী লোকসভা এবং রাজ্যসভায় বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি দিতে পারেন। হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতারের পর বাংলাদেশে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর হিংসার প্রকোপ দেখা যাচ্ছে, তাতে ভারত শীর্ষ স্তর থেকেই এ বার সতর্ক করল মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারকে। তবে এর পরেও যদি আগুন না নেভে, তা হলে কী হবে তা নিয়ে এখনই মুখ খুলতে চাইছে না প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। ওয়াকিবহাল শিবিরের বক্তব্য, অর্থনৈতিক ভাবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির প্রশ্নে ভারতের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল বাংলাদেশ। ভারতের বার্তাকে তারা কী ভাবে নেয় এবং সাউথ ব্লককে অগ্রাহ্য করার রাস্তাতেই চলে কি না, সেটাই দেখার। সূত্রের খবর, আগামী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ভারত-বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রকের সচিব পর্যায়ের সংলাপ হওয়ার কথা ঢাকায়। এ ব্যাপারে প্রস্তাব ইউনূস সরকার ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে রেখেছে সাউথ ব্লককে। এই সংলাপে যোগ দিতে ঢাকা যাওয়ার কথা বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির। কিন্তু সাউথ ব্লক এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে বাংলাদেশকে জানায়নি। কূটনৈতিক মহলের মতে, চলতি পরিস্থিতি কোন দিকে এগোয়, সফরের আগে সেটা দেখে নিতে চাইছে নয়াদিল্লি। প্রসঙ্গত এই মুহূর্তে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে জামায়েতে ইসলামীর প্রায় জনা পনেরো নেতা গিয়েছেন চিন সফরে।

আজ বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিংহের সংসদে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বিগত কয়েক মাস বাংলাদেশের বিভিন্ন হিন্দু মন্দির এবং বিগ্রহের উপর হামলা এবং ভাঙচুরের রিপোর্ট আসছে। ভারত সরকার এই ধরনের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। তার মধ্যে রয়েছে এই বছরের দুর্গাপুজো চলাকালীন ঢাকার তাঁতিবাজারের মণ্ডপে আক্রমণ, সাতক্ষীরার যশোরেশ্বরী কালীমন্দিরে ডাকাতির মতো ঘটনা। বাংলাদেশ সরকারকে ভারত বলতে চায়, তারা সে দেশে বসবাসকারী হিন্দু এবং সমস্ত সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক এবং তাদের প্রার্থনার জায়গা নিরাপদ রাখুক।' এর পর যথেষ্ট কড়া স্বরে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী ইউনূস সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে জানান, 'সংখ্যালঘু-সহ বাংলাদেশের সমস্ত নাগরিকের জীবন এবং স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখার প্রাথমিক দায়িত্ব সে দেশের সরকারের।' অন্য দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ আজ যথেষ্ট আক্রমণাত্মক স্বরে বলেছেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনাই প্রমাণ করে যে, সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকার 'মৌলবাদের ক্রাচ' নিয়ে চলছে।

২ পাতার পর

বাংলাদেশে ভিন্ন দেশ, তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারি না: চিন্ময় দাস ইস্যুতে মমতা

জেলায় একটি মন্দির ভাঙচুরের বিষয়ে তারা আলোচনা করেছেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে এই বৈঠকের পর শুক্রবার (২৯ নভেম্বর)দেশটির সংসদের উভয় কক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর ভাষণ দিবেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম।

দেশটির সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বলেছে, লোকসভায় (সংসদে) বেশ কয়েকজন সাংসদ বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলেন। তারা জিজ্ঞেস করেন,বাংলাদেশে হিন্দু মন্দির ও প্রতীমা ভাঙচুরের ঘটনা বেড়েছে কি না।ভারত সরকার এই বিষয়টি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে উত্থাপন করেছে কি না।

এসব প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং সংসদকে বলেন, "বাংলাদেশে গত কয়েক মাসে হিন্দু মন্দির ও প্রতীমা ভাঙচুরের ঘটনার তথ্য শোনা গেছে।ভারতীয় সরকার এ ব্যাপারে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে।যার মধ্যে তাঁতিবাজারে পূজামণ্ডপে হামলা, সাতক্ষীরার কালী মন্দির থেকে দুর্গাপূজার সময় সোনার মুকুট চুরির ঘটনা রয়েছে।

ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে হিন্দুসহ সব সংখ্যালঘুর প্রার্থনাস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে।এছাড়া ভারত বাংলাদেশকে বলেছে সংখ্যালঘুসহ দেশটির সব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের।"

ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে।সম্প্রতি বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে গ্রেফতার নিয়ে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন নতুন মাত্রা যোগ করেছে।এরই মধ্যে ভারত সরকার এবং দেশটির বিরোধী দল কংগ্রেস উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।পাল্টা বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

ট্যাক্স না বাড়িয়ে বিকল্প আয়ের পথে কলকাতা কর্পোরেশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করেই বলেছেন যে মানুষের উপর করের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো যাবে না। অথচ কলকাতা কর্পোরেশনের অবস্থা 'ভাড়ে মা ভাবনী'। এই অবস্থায় বিকল্প আয়ের পথে মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে জামা যাচ্ছে, এই অবস্থায় পুরু আয় বাড়াতে অফিসারদের বিকল্প উপায় খুঁজতে বললেন মেয়র ফিরহাদ (ববি) হাকিম। পুরসভা সূত্রে খবর, দিন কয়েক আগে অফিসারদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। এ দিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়েই দিয়েছেন যে, মানুষের উপর নতুন ট্যাক্সের বোঝা চাপাতে তিনি রাজি নন। এই অবস্থায় ট্যাক্স না-বাড়িয়ে কী ভাবে পুরসভার আয় বাড়বে, সে রাস্তা বের করতে হন্যে অফিসাররা। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার ফিরহাদ বলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানুষের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা চাপানোর বিরোধী। ট্যাক্স না বাড়িয়ে আয় বাড়ানোর আরও অনেক বিকল্প রাস্তা আছে। সেগুলো অফিসারদের খুঁজে বের করতে বলেছি।" প্রশ্ন উঠেছে, এই বিশাল মূল্য বৃদ্ধির বাজারে কিছু ট্যাক্স বাড়িয়ে সমস্যার কিছু সমাধান তো করাই যায়! নাগরিক মহল বলছে, ভোট যে বড়ো বালাই। সূত্রের খবর, আয় বাড়াতে সম্পত্তি করের পুনর্বিন্যাসের জন্য দু'বছর আগেই নবান্নে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল পুরসভা। সেই প্রস্তাব এখনও ঝুলে রয়েছে। ফলে অনেক চেষ্টা করেও সম্পত্তি কর আদায় বাড়ছে না। এই পরিস্থিতিতে ট্যাক্স বাড়াতে দিশেহারা কর্পোরেশন। তবে আধিকারিকরা বলছেন, তাদের একাধিক প্রস্তাব আছে। তবে মেয়েরের অনুমোদনের উপর তা নির্ভর করছে।

১-ম পাতার পর

আরজি কর আন্দোলনের পর টলিউডের বড় অংশের সঙ্গে দূরত্ব রচনা করছেন মমতা

পরে 'নাগরিক আন্দোলনে' শামিল হয়েছিলেন টলিউডের অনেকে। কেউ কেউ সরাসরি নাগরিক মিছিলে না হেঁটে পৃথক ভাবেও মিছিল করেছিলেন। 'বিচার' চেয়ে স্লোগান দিয়েছিলেন। এমনকি, শাসকদল তথা সরকার এবং কলকাতা পুলিশের ভূমিকার কড়া সমালোচনাও করতে পিছপা হননি। তারকাদের অনেকে টালিগঞ্জের স্টুডিয়োর সামনে জমায়েত হয়ে আরজি কর হাসপাতালের সামনে যাওয়ার কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে, তখন শ্যামবাজার থেকে আরজি কর পর্যন্ত জমায়েত বা মিছিল 'নিষিদ্ধ' ছিল। তাতে দমেননি টালিগঞ্জের ওই 'ক্ষুব্ধ' তারকারা। বাস ভাড়া করে 'খন্না সিনেমা' পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করেছিলেন তাঁরা। সেই মিছিলে যেমন ছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, অঙ্কুশ হাজরা, আবির চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়েরা, তেমনই ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক তথা পরিচালক রাজ চক্রবর্তী (তবে রাজকে তার পর থেকে আর মিছিলে দেখা যায়নি)। ছিলেন রাজের স্ত্রী অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ও।প্রতিবাদ প্রদর্শনে অধিকাংশেরই পরনে ছিল কালো পোশাক।

আবার স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, দেবলীনা দত্ত, সোহিনী সরকার, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, বিদীপ্তা চক্রবর্তীদের মতো অভিনেত্রীরা নাগরিক মিছিলে পা মেলানোর পাশাপাশি ধর্মতলায় রাতভর অবস্থান করেছিলেন। অনেকে রাস্তায় না-নামলেও সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছিলেন, যেখানে সরকারের কঠোর সমালোচনা ধ্বনিত হয়েছিল। যেমন সেন্ট জেভিয়ার্সের প্রাক্তনীদের ডাকা মিছিলে দক্ষিণ কলকাতায় পা মিলিয়েছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পাওলি দাম, অরিন্দম শীল, টোটা রায়চৌধুরীরা। সেই 'বিচার' চাওয়ার আবহেই টালিগঞ্জের সিনেমাপাড়ায় মন্ত্রী (তথা টালিগঞ্জের বিধায়ক) অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসকে এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন চলচ্চিত্র ফেডারেশনকে নিয়ে 'সরব' হয়েছিলেন এই 'বিক্ষুব্ধ' পরিচালকেরা, যাঁরা একই সঙ্গে অভিনেতাও বটে। দু'পক্ষে টানাপড়েন কম হয়নি, যার শুরু হয়েছিল আরজি কর-কাণ্ডের আগে এক পরিচালককে নিয়ে। কিন্তু আরজি করের ঘটনার পরে সেই বিষয়ের সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে স্বরূপ তথা ফেডারেশনের 'দাদাগিরি'র বিষয়টি নিয়ে সরব হতে থাকেন অনেকে। তখনই অনেকে বলেছিলেন, পরিচালকদের একটি অংশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন স্বরূপের বিরুদ্ধে লড়তে নেমে 'সাহায্য' চেয়ে। যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে এর কোনও 'সমর্থন' মেলেনি।আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে আন্দোলনের সময় থেকেই নবান্নের সঙ্গে টালিগঞ্জের একটি অংশের 'দূরত্ব' বাড়তে থাকে। কারণ হিসেবে তৃণমূলের এক নেতা কড়া মন্তব্যই করেছেন, "এরা শুধু নিজেদের দিকটাই দেখে!" এক ধাপ এগিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ, "সরকারকে শুধু মনে পড়ে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা নেওয়ার সময়।"

যদিও সরকারের থেকে 'সুযোগ-সুবিধা' না-নেওয়ার উদাহরণও কম নয়। টালিগঞ্জের অনেক শিল্পী আছেন, যাঁরা সরকারের 'ঘনিষ্ঠ' নন। বা সরকারি অনুষ্ঠানে কোনও ভূমিকা পালন করেন না। ঘটনাচক্রে, আরজি করের আন্দোলন চলাকালীন কয়েক জন শিল্পী রাজ্যে সরকারি পুরস্কার এবং খেতাবও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা 'পরিচিত' তৃণমূল তথা বর্তমান সরকারের বিরোধী। এই আবহেই শুক্রবার 'বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন'-এর প্রস্তুতি বৈঠক উপলক্ষে আলিপুরের 'সৌজন্য' গৃহে একটি বৈঠক ডেকেছে রাজ্য সরকার। সেখানে উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, সেখানে আমন্ত্রিতদের তালিকায় টালিগঞ্জের শিল্পীদের 'বাড়াবাড়ি' নেই। তবে সূত্রের খবর, অভিনেতা দেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি অবশ্য তৃণমূলের সাংসদ। প্রশাসনিক স্তরের একটি সূত্রের বক্তব্য, প্রথমে যখন অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা করা হয়, তখন ঠিক হয়েছিল, বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠকের পাশাপাশিই বাৎসরিক বিজয়া সম্মিলনীও করা হবে। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটিতে বরাবরই টলিউড এবং টেলিউডের কলাকুশলীদের বড় অংশ আমন্ত্রিত থাকেন। পরে ঠিক হয়, আমন্ত্রিতের তালিকা 'সীমিত' রাখা হবে। একই 'মডেল' রাখা হচ্ছে আসন্ন কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও। চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে মমতাই প্রথম নন্দনের 'ঘেরাটোপ' থেকে বাইরে এনে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু করেছিলেন। এ বার সেই অনুষ্ঠান করা হবে আলিপুরের 'ধনধান্য' প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে স্থান সঙ্কুলান কম। ফলে গণহারে' আমন্ত্রণও জানানো হবে না। বেছে বেছে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হবে। সূত্রের খবর, সেখানেও কাটছাঁট হবে টলিউডের অতিথি তালিকায়। এই দুই ইঙ্গিতেই 'বুঝদার' লোকেরা বুঝতে পারছেন যে, মমতা সচেতন ভাবে ওই 'দূরত্ব' বজায় রাখতে চাইছেন। সরকার এবং শাসকদলের প্রথম সারির অনেকেরই বক্তব্য, আরজি করের ঘটনায় তৈরি নাগরিক ক্ষোভে বাড়তি 'অক্সিজেন' দিয়েছিল তারকাদের একাংশের ভূমিকা, যা নিয়ে শাসক শিবিরেও ক্ষোভ এবং অনুযোগ কম ছিল না। উল্লেখ্য, ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জনপ্রতিনিধি করার রেওয়াজ শুরু করেছিলেন মমতা। ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে বীরভূমে মমতা প্রার্থী করেছিলেন অভিনেত্রী শতাব্দী রায়কে। তার পরে চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, সোহম চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক, রাজদের বিধানসভায় পাঠানো থেকে মুনমুন সেন, সন্ধ্যা রায়, নুসরত জাহান, মিমি চক্রবর্তীদের লোকসভায় পাঠিয়েছিলেন মমতা। ছ'মাস আগের লোকসভা ভোটেও রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়াদের টিকিট দিয়ে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। তাঁরা জিতে সাংসদও হয়েছেন। রাজনীতি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেও খানিকটা মমতার কথা রাজি হয়েই ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে আবার ঘাটালে দাঁড়াতে রাজি হয়েছিলেন দেব।সাধারণ ভাবে শিল্পীদের জনপ্রতিনিধি করা তুলনায় 'নিরাপদ'। প্রথমত, তাঁদের নিজস্ব জনপ্রিয়তাকে ভোটের ময়দানে ব্যবহার করা। দ্বিতীয়ত, তারকাদের প্রার্থী করে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রার্থী হওয়া নিয়ে দলের অন্দরের লড়াইকে থামিয়ে দেওয়া। তৃতীয়ত, তারকারা সরাসরি রাজনীতির লোক না-হওয়ায় কখনও দলীয় গোষ্ঠীতে জড়ান না। দলের অন্দরে ক্ষমতার সমান্তরাল 'ভরকেন্দ্র' তৈরি হয় না। চতুর্থত, তারকারা ভোটের রাজনীতিতে এসে আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন, এমন উদাহরণও বিশেষ পাওয়া যায় না। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই শিল্পীদের রাজনীতিতে নিয়ে আসে প্রথাসিদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু পাশাপাশিই দলের অন্দরে ক্ষোভও তৈরি হয় জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের 'কার্যকলাপ' নিয়ে। সংসদ বা বিধানসভায় তাঁদের হাজিরা অনিয়মিত থাকে। ব্যতিক্রম থাকলেও অনেকের নির্বাচনী কেন্দ্র তাঁদের 'নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ' থেকে বঞ্চিত থাকে। যে কারণে অনেকেই তাঁদের 'ফুলদানি' বলে অভিহিত করে থাকেন। অর্থাৎ, তাঁরা কেবল 'শোভাবর্ধন' করতে পারেন। কাজের কাজ নয়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩২২ সংখ্যা ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ শনিবার ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

হুমায়ুন কবীর শোকজের উত্তর দিলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবান গোলার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর মাঝে মাঝেই নানা কারণে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন। সেই নিয়ে দলকে খুবই অস্বস্তিতে পড়তে। শেষ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে শোকজ করা হয়। শুক্রবার সেই চিঠির উত্তর দিয়ে বেরিয়ে এসে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

হুমায়ুন কবীর নাম না করেও প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে টার্গেট করেছেন তা সহজেই বোঝা যায়। তিনি বলেন, তাকে যদি শোকজ করা হয় তাহলে তৃনাঙ্কুর প্রসঙ্গে কেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শোকজ করা হবে না?

তিনি অভিযোগের সুরে বলেন গ্রামের বিধায়করা দলের মধ্যে বঞ্চিত। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে অনেক মন্ত্রী আছে। কিন্তু মুর্শিদাবার ২৩ জন মন্ত্রী দেওয়ার পরেও বঞ্চিত। প্রয়োজন হলে সবাইকে তিনি আন্দোলনের হুমকি দেন। তিনি বলেন, তাকে যে খুন করতে আসবে সে অত সহজে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। এখন দেখার হুমায়ুনের উত্তর পেয়ে তৃণমূল শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি কি করেন!!

সম্পাদকীয়

চাইলে জেলে গিয়ে 'কাকু'কে গ্রেফতার করতে পারে সিবিআই

সিবিআই আদালতে 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে হাজির করানোর কথা ছিল। কিন্তু তাঁকে হাজির করানো হয়নি আদালতে। বরং প্রেসিডেন্সি জেল থেকে তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, 'কাকু' অসুস্থ বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। শুক্রবার অনুপস্থিতির পর আদালত জানিয়েছে, চাইলে জেলে গিয়ে 'কাকু'কে হেফাজতে নিতে পারে সিবিআই।'শোন অ্যারেস্ট'-এর আবেদনের জন্যেই সশরীরে সুজয়কৃষ্ণের আদালতে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার বিচারক জানিয়েছেন, সশরীরে না এলে কাউকে হেফাজতে নেওয়া যাবে না। এর পরেই কেন্দ্রীয় দল জানায়, তারা 'কাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চায়। কিন্তু যত ক্ষণ না তাঁকে 'শোন অ্যারেস্ট' দেখানো হচ্ছে, তত ক্ষণ তা করা যাবে না।

সন্তু এবং শান্তনুরও কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চেয়েছে সিবিআই। শুক্রবার তাঁদের আদালতে হাজির করিয়ে এক দিনের জন্য হেফাজতে চাওয়া হয়েছে। ওই দু'জনের আইনজীবী জানান, কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার জন্য হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এ প্রসঙ্গে বিচারক জানান, জেলে গিয়ে দু'জনের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে পারে সিবিআই। ম্যাজিস্ট্রেট এবং তদন্তকারী আধিকারিকের উপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে।নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত সুজয়কৃষ্ণকে শুক্রবার বেলা ১২টার মধ্যে আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। একই দিনে হাজিরার কথা ছিল এই মামলায় অপর ধৃত হুগলির বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘনিষ্ঠ' সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়কে। তাঁরা সিবিআই হেফাজতে ছিলেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ওই দু'জনকে আদালতে হাজির করানো হয়। সিবিআই তাঁদের আরও এক দিনের হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু আদালতে নিয়ে আসা হয়নি সুজয়কৃষ্ণকে।জেলের রিপোর্ট দেখে বিচারক জানান, রিপোর্টে বোঝা যাচ্ছে, সুজয়কৃষ্ণ অসুস্থ। সিবিআই চাইলে আগের আবেদন প্রতয়াহার করে জেলে গিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে। বিচারক বলেন, "সশরীরে হাজির না করলে সুজয়কৃষ্ণের হেফাজত পাওয়া সম্ভব নয়। সিবিআই চাইলে আগের আবেদন প্রত্যাহার করতে পারে। তাঁকে গ্রেফতার করা খুব গুরুত্বপূর্ণ হলে জেলে গিয়ে তা করা যেতে পারে। তার পর তাঁকে কোর্টে হাজির করানো যায়। কিন্তু যত ক্ষণ না তাঁকে হাজির করানো হচ্ছে, তত ক্ষণ আদালত কিছু করতে পারবে না।"

সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, তদন্তের জন্য 'কাকু'কে হেফাজতে প্রয়োজন। বিচারক তাঁকে জানান, কেন্দ্রীয় সংস্থা চাইলে নতুন করে 'কাকু'কে আদালতে হাজির করানোর পরোয়ানার জন্য আবেদন জানাতে পারে। নিয়োগ মামলায় 'কাকু'কে 'শোন অ্যারেস্ট' করতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছে সিবিআই। কিন্তু তিনি পর পর দু'দিন আদালতে হাজির হতে পারেননি। বৃহস্পতিবার জেল কর্তৃপক্ষ আদালতে জানিয়েছিলেন, 'কাকু'র ডায়েরিয়া হয়েছে। পেটে ব্যথা এবং দুর্বলতা রয়েছে তাঁর। তবে জেলের হাসপাতালের চিকিৎসক মেডিক্যাল রিপোর্টে জানিয়েছিলেন, শুক্রবার সুজয়কৃষ্ণকে আদালতে সশরীরে হাজির করানো যাবে বলে মনে করছেন তিনি। ওই রিপোর্ট দেখার পরেই শুক্রবার ১২টার মধ্যে তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। তাঁকে 'শোন অ্যারেস্ট' সংক্রান্ত সিবিআইয়ের আবেদনটিও শুক্রবারই বিবেচনা করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'কাকু' আদালতে আসেননি। ইডির পর সিবিআই-ও সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করতে চেয়ে বৃহস্পতিবার আদালতে আবেদন করেছে। সেই আবেদনও বিবেচিত হওয়ার কথা ছিল।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

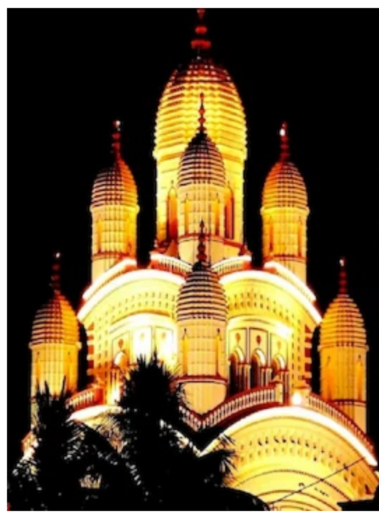

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

আমরা সরাসরি এঁদের আলোচনায় আসব এবার।

“চণ্ডরোষণ।। অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতা তান্ত্রিকদিগের অতি প্রিয় এবং ইঁহার নামে পৃথক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। ইঁহার বর্ণ পীত এবং আকৃতি ভীষণ। ইঁহার মুখ একটি ও হাত দুইটি এবং ইনি শক্তির সহিত একত্রে বিরাজ করেন। ইঁহার বাম চরণ ভূমিলগ্ন থাকে এবং দক্ষিণ চরণ ঈষদুন্নত ... ডান হাতে উদ্যত খড়্গ থাকে এবং ইনি বাম করে পাশবেষ্টিত তর্জনী মুদ্রা প্রদর্শন করেন। ইঁহার মুখ দ্রংষ্টাকরাল, মাথা মুণ্ডমালালঙ্কৃত, চক্ষুত্রয় আরক্ত ও ঘূর্ণমান এবং বদন ক্রোধাবেশে উদ্‌ভাসিত। অগ্নিশিখার ন্যায় ইঁহার পিঙ্গল কেশরাজি উর্ধ্বে উত্থিত” (বিনয়তোষ ৩৯-৪০)। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এই চণ্ডরোষণকে চণ্ডীর পুরুষরূপ বলেছেন সুকুমার সেন (৪: ৩৬২)। চণ্ডীর সঙ্গে সম্পর্ক অবৈদিক তান্ত্রিক ব্রাত্য সংস্কৃতির। সেজন্য চণ্ডীর পুংলিঙ্গ, চণ্ডকে কোনও বৈদিক ও পৌরাণিক প্যান্থিয়নে পাওয়া যায় না, যদিও বজ্রযানের অক্ষোভ্যকুলে তিনি ঈশ্বর। চণ্ডরোষণ। বিনয়তোষের বই থেকে

একজন অতি জনপ্রিয় ও শক্তিশালী দেবতা। ইঁহার জন্য পৃথক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। হেরুকের অনেক প্রকারের মূর্তি কল্পিত হইয়াছিল। কোনোটি দ্বিভুজ, কোনোটি চতুর্ভুজ, কোনোটি ষড়ভুজ, আবার কোনোটি ষোড়শভুজ। ... দ্বিভুজ মূর্তিতে হেরুক নীলবর্ণবিশিষ্ট এবং একক বিরাজ করেন, তাঁহার সহিত শক্তি থাকে না,। তিনি একমুখ এবং দ্বিভুজ এবং তাঁহার আকৃতি ভীষণদর্শনা। তাঁহার বদনমণ্ডল ক্রোধাবেশে উদ্‌ভাসিত এবং দ্রংষ্টাকরাল। তাঁহার চক্ষু বহিরাগত এবং আরক্ত। তাঁহার কেশরাজি অগ্নিশিখার ন্যায় উর্দ্ধে উত্থিত। তিনি শবের উপর বামপদ বিস্তার করেন এবং দক্ষিণপদ বামপদের ঊরুতে ন্যস্ত করিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। ইহাকেই অর্ধপর্যঙ্ক নাট্যাসন নামে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ হস্তে তাঁহার উদ্যত বজ্র থাকে এবং বাম হস্তে হৃৎপ্রদেশে রক্তপরিপূর্ণ কপাল থাকে। ... নেপালে তিব্বতে ও মাঞ্চুরিয়ায় হেরুকের এই মূর্তি পাওয়া যায়। হেরুকের সহিত যখন শক্তি থাকে তখন তাঁহার নাম হয় হেবজ্র। সেসব মূর্তি এখানে বর্ণনা করা সম্ভব না।

বুদ্ধকপাল।। সাধনমালায় লিখিত একটি বচন হইতে জানা যায় যে, যখন হেরুক তাঁহার শক্তি চিত্রসেনার সহিত সম্মিলিত হন তখন তাঁহার নাম হয় বুদ্ধকপাল। কাজেই বুদ্ধকপাল হেরুকেরই যে একটি মূর্তিভেদ সে সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ থাকে না। বুদ্ধকপালের মূর্তি ভীষণাকৃতি, দ্রংষ্টাকরাল মুখ, অগ্নিশিখার ন্যায় কেশরাজি, আরক্তচক্ষু এবং ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল। ইনি একমুখ ও চতুর্ভুজ এবং ইঁহার বর্ণ নীল। চারিটি হস্তে খট্টাঙ্গ, কপাল, কর্ত্রি এবং ডমরু ধারণ করেন, অর্ধপর্যঙ্কে নৃত্যাসনে দণ্ডায়মান থাকেন এবং তাঁহার কণ্ঠ ধরিয়া শক্তি তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। বুদ্ধকপালের জন্যও পৃথক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল।

বুদ্ধকপাল ও হেরুক। বিনয়তোষের বই থেকে।

সম্বর।। সাধনমালা হইতে জানা যায় যে হেরুক যখন তাঁহার শক্তি বজ্রবারাহীর সহিত সম্মিলিত হন, তখন ... নাম বজ্রডাক হয়। এই বজ্রডাকের আর একটি নাম সম্বর। এই দেবতার জন্যও পৃথক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। সম্বরের রং নীল, মুখ একটি ও হাত দুইটি। ইনি আলীঢ়াসনের ভৈরবের সহিত কালরাত্রিকে পদদলিত করেন এবং ইঁহার আকৃতি ভয়ঙ্কর এবং অশেষ ভীতিপ্রদ। ইনি বজ্রবারাহীর সহিত আলিঙ্গিত অবস্থায় প্রকাশিত হন। ইঁহার দুই হাতে বজ্র ও অপর হাতে কপাল শোভিত হইয়া থাকে। সম্বর দেবতা বর্ণমালার সমস্ত অক্ষরের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হন। ইঁহার আর একটি দ্বাদশভুজ মূর্তি কল্পিত হয়।

সম্বর, পালযুগ। দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামে আছে।

সপ্তাক্ষর।। বজ্রবারাহীর সহিত হেরুকের মিলন হইলে হেরুকের আর-একটি নাম হয় সপ্তাক্ষর। সপ্তাক্ষরের অর্থ সাতটি অক্ষর এবং এই দেবতার মন্ত্র সাতটি অক্ষরে নির্মিত হয় বলিয়া এই জাতীয় হেরুককে সপ্তাক্ষর বলা হয়। তাঁহার সপ্তাক্ষরের মন্ত্রটি এইঃ ত্রীঃ হ হ হুঁ হুঁ ফট্'। সপ্তাক্ষর নীল মূর্তি। ত্রিমুখ এবং ষড়ভুজ; ইনি আলীঢ় পদে দাঁড়াইয়া ভৈরব ও কালরাত্রিকে পদলিত

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ন্যায়বিচার পাবেন চিন্ময়, ভারতের প্রত্যাশা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইসকনের সাবেক নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ওচিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তার নিয়ে আমরা বিবৃতি দিয়েছি। সেখানে আইনি প্রক্রিয়া চলছে। এটা আমাদের প্রত্যাশা যে, স্বচ্ছতার মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়া চলবে। ব্যক্তির আইনি অধিকার সুরক্ষিত করে সেখানে যাতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।

শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন। ইসকন সম্পর্কে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, সামাজিক সেবামূলক কাজ করে ইসকন সারা বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,ওভারত ধারাবাহিকভাবে এবং দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশ সরকারকে হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলে আসছে। দেশটির অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে।

তিনি আরো বলেন, এই ঘটনাগুলোকে শুধু গণমাধ্যমের অতিরঞ্জন হিসেবে খারিজ করার সুযোগ নেই। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ সরকারকে আমরা আবারও আহ্বান জানাচ্ছি। গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ওপর গেরুয়া পতাকা উত্তোলনের অভিযোগে হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে মামলা হয়। এই মামলায় গত সোমবার বিকেলে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরদিন চট্টগ্রামের একটি আদালতে চিন্ময়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার শুনানি ঘিরে আদালত চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। এ সময় সাইফুল ইসলাম আলিফ নামের রাষ্ট্রপক্ষের এক আইনজীবী নিহত হন। একই দিন চিন্ময়ের গ্রেপ্তারে উদ্বেগ জানায় ভারত। এক বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেদিন বলে, বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতন জাগরণ জোটের মুখপাত্র শ্রী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার ও তার জামিন নাকচ করার বিষয়টি নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দক্ষিণাবর্ত শঙ্খকে বলা হয় মা লক্ষ্মীর শঙ্খ। লাল, সাদা বা হলুদ রংয়ের একটি পরিষ্কার কাপড়, একটি রুপোর পাত্র অথবা মাটির পাত্রের উপর রাখতে হয় এই শঙ্খ। এই শঙ্খের মধ্য দিয়েই মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রবাহিত হয় বাসস্থানে।

বলা হয় সমস্ত দেবতা বাস করেন তুলসি বৃক্ষে আবার অন্য একটি মত অনুযায়ী দেবী তুলসি হলেন মা লক্ষ্মীরই এক রূপ। তাই বাড়িতে তুলসি বৃক্ষ থাকলে এবং সেখানে প্রতিদিন প্রদীপ জ্বাললে তুষ্ট হন মা লক্ষ্মী।

ক্রমশঃ

ভারতে প্রায় ১,০০০ ভুয়া বোমা হামলার হুমকি, বিমান চলাচলে বিপর্যয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের বিমান পরিবহন শিল্পে ২০২৪ সালের ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ৯৯৯টি ভুয়া বোমা হামলার হুমকি আসার ঘটনা ঘটেছে,যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি। দেশটির উপ-সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী মুরলিধর মহল এই তথ্য ভারতীয় সংসদে জানান।

২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় বিমানবন্দরগুলোর কাছে ১২০টি বোমা হামলার হুমকি আসলেও এই বছর অক্টোবর মাসের শেষ দুটি সপ্তাহে ৫০০টির বেশি হুমকি আসার ঘটনা ঘটেছে, যা বিমান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এই ভুয়া হুমকিগুলো কোনো বাস্তব হুমকির সৃষ্টি করেনি, তবে তা বিমান পরিষেবায় মারাত্মক বিপর্যয় ঘটিয়েছে।

ভারতের সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী মুরলিধর মহল বলেছেন, "এই হুমকিগুলো সবই ভুয়া ছিল এবং ভারতের কোনো বিমানবন্দর বা বিমানে কোনো বাস্তব হুমকি পাওয়া যায়নি।" তবে, এসব হুমকির কারণে ব্যাপক ঝামেলা তৈরি হয়েছে এবং ২৫৬টি মামলা রুজু করা হয়েছে, যার মধ্যে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চলতি অক্টোবর মাসে, সিঙ্গাপুরের বিমান বাহিনী একটি এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ফ্লাইটকে অনুসরণ করতে দুটি যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছিল।একই মাসে, আরেকটি এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট নিউ দিল্লি থেকে শিকাগো যাওয়ার সময় কানাডার একটি প্রত্যন্ত বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়।

ভারতের সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রণালয় বলেছে, তারা বিমান চলাচল সুরক্ষিত রাখতে "প্রতিটি সম্ভব চেষ্টা" করছে। ভারতের বিমানবন্দরগুলোতে একটি বোমা (বোম্ব) হামলার হুমকির (থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট) কমিটি রয়েছে যা হুমকির গুরুত্ব মূল্যায়ন করে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

গত বছর ১৫০ মিলিয়ন যাত্রী ভারতের অভ্যন্তরীণ পথে যাতায়াত করেছিলেন, এবং প্রতিদিন ৩,০০০ এর বেশি ফ্লাইট ভারতের বিমানবন্দরগুলো থেকে ছেড়ে যায় বা পৌঁছায়।ভারতে ভুয়া বোমা হামলার হুমকির ঘটনা বাড়ছে, যা নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

অভিনয়ে ফিরছেন 'র‍্যাম্বো' তারকা সিলভেস্টার স্ট্যালোন

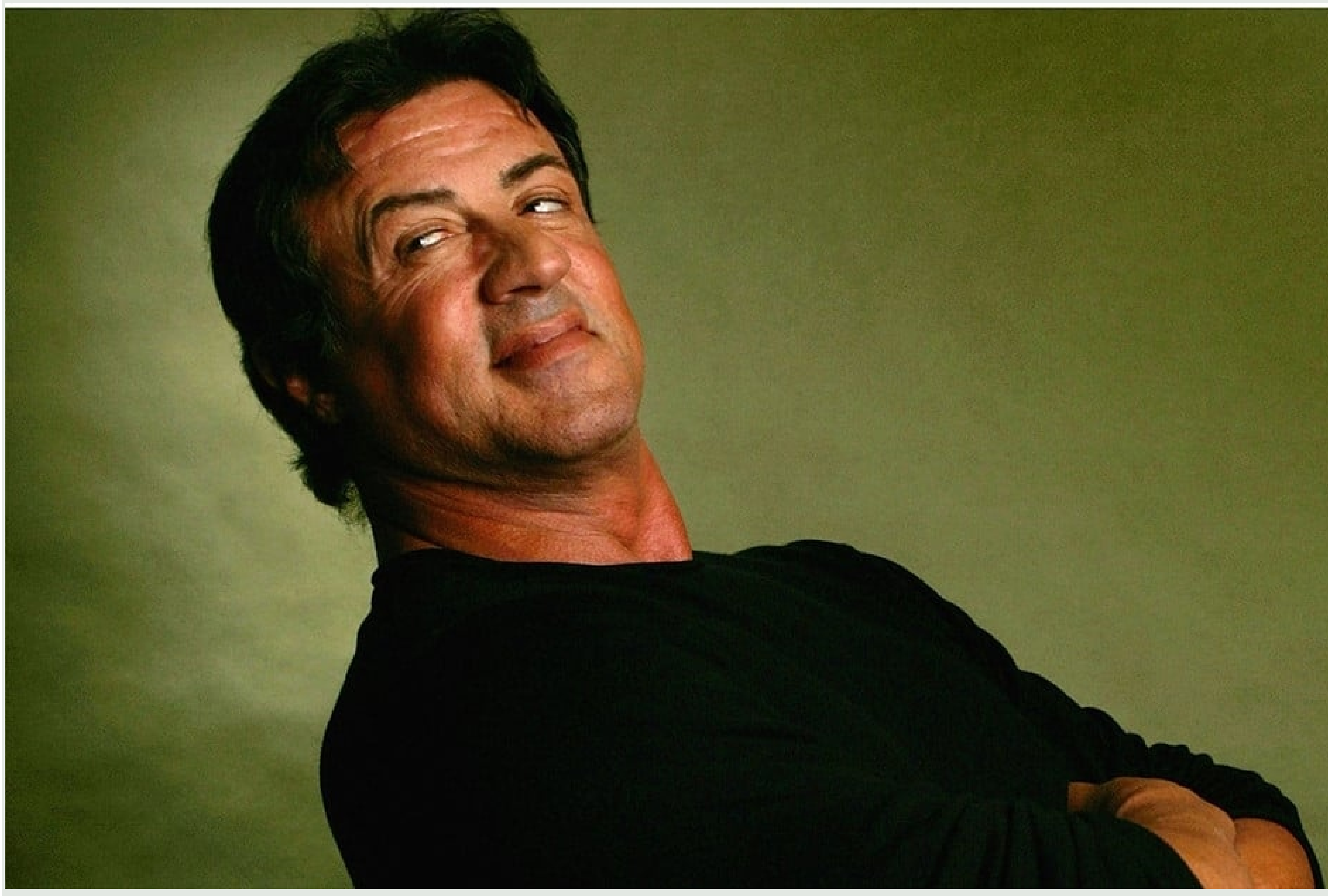

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'তুলসা কিং' জনপ্রিয় একটি সিরিজ। সিলভেস্টার স্ট্যালোন এতে দ্য জেনারেল মানফ্রেডি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। জেনারেল একজন প্রাক্তন মাফিয়া সদস্য। জেল থেকে বেরিয়ে এসে ওকলাহোমায় একটি নতুন অপরাধের সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

সিরিজটিতে দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন 'রকি' ও 'র‍্যাম্বো' তারকা স্ট্যালোন। এর জনপ্রিয়তা দেখে সম্প্রতি আরও দুটি সিজন তৈরি হতে যাচ্ছে। সেখানেও নিজের অপরাধী সাম্রাজ্যের আধিপত্য বজায় রাখবেন এই অভিনেতা। সিরিজটির সিজন ৩ এবং ৪- এ তার অভিনয়ের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। জানা গেছে, আগামী দুটি মৌসুম হবে আরও আকর্ষণীয় এবং উত্তেজনার। এ দুটি সিজনে অভিনয়ের জন্য পারিশ্রমিক বেড়েছে স্ট্যালোনের।

র‍্যাম্বো, হলিউড, বিশ্ব চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র, সুপারস্টার, সিরিজ, ওটিটিঅপরাধের সাম্রাজ্য নিয়ে ফিরছেন 'র‍্যাম্বো' তারকা

শোনা যাচ্ছে, সিলভেস্টার স্ট্যালোন সিজন ২-এ প্রতি এপিসোডে ১.৫ মিলিয়ন ডলার পারিশ্রমিক নিয়েছেন। সেটি বৃদ্ধি পেয়ে নতুন চুক্তিতে আরও বেশি অর্থ পাবেন তিনি।

স্ট্যালোন কেবল এই সিরিজের অভিনেতাই নন, এর নির্বাহী প্রযোজক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

সিরিজটি পারামাউন্ট+ এর জন্য এমটিভি এন্টারটেইনমেন্ট স্টুডিও এবং ১০১ স্টুডিও প্রযোজনা করছে। পারামাউন্ট গ্লোবাল কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্ব পালন করে।

নাগাকে নিয়ে বিস্ফোরক সামান্থা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন ভারতীয় অভিনেতা নাগা চৈতন্য ও শোভিতা ধুলিপালা। আগামী ৪ ডিসেম্বর বসছে তাদের বিয়ের আসর। অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর সঙ্গে দাম্পত্যে ইতি টেনে শোভিতার সঙ্গে নতুন অধ্যায় শুরু করেছিলেন নাগা। বিয়ের হইচইয়ের মধ্যেই চর্চায় উঠে এসেছে সামান্থার বিস্ফোরক মন্তব্য।

সম্পর্কে থাকাকালীল, সামান্থার কথায় প্রায়ই উঠে আসত নাগার প্রসঙ্গ। প্রেমময় অভিব্যক্তিতে ভালোবাসার কথা বলতেন অভিনেত্রী। কিন্তু সেই সম্পর্ক টেকেনি। তাই কি সাবেক স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের আগে সামান্থার এই মন্তব্য? প্রশ্ন উঠছে নেটিজেনদের মহলে।

কী বলেছেন সামান্থা? কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে তার ওয়েব সিরিজ 'সিটাডেল হানি বানি'। এই সিরিজ সংক্রান্ত একটি চ্যাট শোয়ে সামান্থাকে প্রশ্ন কর করা হয়, "কোথায় অর্থ্য ব্যয় করে মনে হয়েছে, অপ্রয়োজনীয় জায়গায়া টাকা খরচ করলে?" এর উত্তরে সামান্থা জানান, সাবেককে দামি দামি উপহার কিনে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় খরচ ছিল।

নাগার বিয়ের ঠিক আগেই অভিনেত্রীর এই মন্তব্যে নেটপাড়ার বাসিন্দারা মনে করছেন, এখনও সামান্থার হৃদয়ের ক্ষত সেরে ওঠেনি। পুরনো সম্পর্কের কথা হয়তো ভুলতে পারেননি অভিনেত্রী। করণ জোহরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারেও তিনি জানিয়েছিলেন, তার হৃদয়ে পৌঁছনোর দরজা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বরবাদের আইটেম গান নিয়ে যা বললেন নুসরাত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত 'বরবাদ' সিনেমার বেশির ভাগ শুটিং হচ্ছে ভারতের মুম্বাইয়ে, ইলোরা স্টুডিওতে। অ্যাকশন ও রোমান্টিক ঘরানার এই সিনেমা আগামী ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। ২৪ অক্টোবর ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত প্রথম লটের শুটিং হয়েছে।

জানা গেছে, বিরতি দিয়ে আগামী ডিসেম্বর থেকে দ্বিতীয় ও শেষ লটের শুটিং হবে সিনেমাটির। বরবাদে শাকিব খানের সঙ্গে আবারও দেখা যাবে 'প্রিয়তমা' খ্যত টলিউড অভিনেত্রী ইধিকা পালকে। এদিকে বরবাদ সিনেমার একটি আইটেম গানে পারফর্ম করবেন টলিউডের আরেক অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। এরই মধ্যে আইটেম গানের শুটিং হয়ে গেছে।

সম্প্রতি স্টার জলসাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নুসরাত জাহান বলেন, একটা ভালো গানে পারফর্ম করার অভিজ্ঞতা সব সময় ভালো হয়। শাকিব খানের সঙ্গে এটা আমার দ্বিতীয় কাজ। এখনই কিছু বলতে চাচ্ছি না, জাস্ট ওয়েট ফর দ্য সং। আমি নিজেও অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি শাবিক খান বলেন, বরবাদ হবে তুফানের চেয়ে ডাবল বাজেটের সিনেমা। আপনারা দেখে বলবেন ওয়াও, এটা কী দেখলাম।

ঐশ্বরিয়ার সাথে বিচ্ছেদ নিয়ে কি বললেন অভিষেক?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত কয়েক মাস ধরে জল্পনা, বিচ্ছেদের পথ বেছে নিচ্ছেন অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায়। যদিও এই প্রসঙ্গে দু'জনেরই মুখে কুলুপ। কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি উভয়ের। সম্প্রতি মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের জন্মদিন গিয়েছে। ঐশ্বরিয়া সেদিন মেয়ের একগুচ্ছ ছবি দিলেও নীরব ছিলেন বাবা অভিষেক। কানাঘুষো তাদের সম্পর্কের মাঝে নাকি তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ ঘটেছে। যদিও অভিষেকের আঙুলে বিয়ের আংটি এখনও জ্বলজ্বল করছে। বচ্চন পরিবারকে নিয়ে যখন এমন গুঞ্জন, তখনই মুক্তি পেল অভিষেকের ছবি 'আই ওয়ান্ট টু টক'। এবার তাদের চলতে থাকা নিরন্তর গুঞ্জনে নীরবতা ভাঙলেন অভিষেক!

তিনি নিজে বড্ড দৃঢ়চেতা, সে কথাই জানিয়েছেন অভিনেতা। অভিষেক বলেন, "জীবনে যা-ই ঘটে যাক নিজের ভিতরের মানুষটা আসলে যেমন সেটা বদলে ফেলা উচিত নয়। নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলে ফেলা উচিত নয়। প্রতিনিয়ত শিখতে হয়। না হলে পিছিয়ে পড়তে হয়। আমার ভীষণভাবে মনে হয়, যদি খারাপ মানুষ তার খারাপ কাজ না ছাড়েন, তা হলে ভাল মানুষ কেন তার ভালত্ব বিসর্জন দেবেন! আমার মনে হয় নেতিবাচক বিষয়ে মন দেওয়া উচিত নয়। নিজের মন ভারী হয়ে যায়।"

সুজিত সরকার পরিচালিত এই ছবির প্রথম ঝলক নজর কেড়েছে নেটপাড়ায়।

এবার কৃষ্ণসার হত্যা নিয়ে কথা বললেন সালমান খান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায়শই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের তরফ থেকে হুমকি পাচ্ছেন বলিউডের সুপারস্টার সালমান খান। গ্যাংটির একটাই দাবি, ক্ষমা চাইতে হবে অভিনেতাকে। সম্প্রতি 'বিগ বস'-এর সপ্তাহন্তে হরিণ হত্যার বিষয়ে মুখ খুললেন সালমান।

লরেন্স বিষ্ণোইদের সালমানকে নিয়ে লক্ষ্য একটাই, যেভাবেই হোক ভাইজানকে হত্যা করা। কৃষ্ণসার হত্যার অভিযোগ রয়েছে সালমানের বিরুদ্ধে। এই কৃষ্ণসারকে পবিত্র মনে করেন বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের মানুষ। জানা যায়, ১৯৯৯ সালে 'হাম সাথ সাথ হ্যায়' ছবির শুটিং থেকে সমস্যার সূত্রপাত। সেই সময়ই কৃষ্ণসার শিকারের অভিযোগ ওঠে সলমনের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ, সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাইফ আলি খান, সোনালি বেন্দ্রে, তব্বুও। কিন্তু সালমান প্রথম থেকেই দাবি করে এসেছেন, কৃষ্ণসারের দিকে নাকি তিনি গুলি ছোড়েননি। সম্প্রতি জোধপুর থানায় বসে থাকা সালমানের একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সেই ভিডিওতে সালমানের ভঙ্গিমা, চলন দেখে অনেকেই তাঁকে অহংকারী বদমেজাজির তকমা দেন। এ বার 'বিগ বস ১৮'-এর মঞ্চ থেকেই তাঁদেরই জবাব দিলেন ভাইজান!

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সঞ্চালক কৃষ্ণসার হত্যার ঘটনা জানতে চেয়েছিলেন। সালমান উত্তরে বলেছিলেন, "এর পিছনে বড় গল্প রয়েছে। কৃষ্ণসারের দিকে কিন্তু আমি গুলিটা ছুড়িনি।" তা হলে কেন আসল হত্যাকারীর নাম প্রকাশ্যে আনছেন না অভিনেতা? অবলীলায় ভাইজান উত্তর দেন, "কোনও লাভ নেই।" এই ভিডিও দেখেই নেটিজেনদের প্রশ্ন, ঠিক কী কারণে ভাইজান আসল হত্যাকারীর নাম লুকিয়ে রেখেছেন?

তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অনুরাগীদের দাবি, "ভাইজান মনের দিক থেকে খুবই ভাল। তিনি নির্দোষ। কোনও কারণে তিনি নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়েছেন।" এ বার পুরনো প্রসঙ্গে টেনে কি সলমন বিষ্ণোইদের কোনও বার্তা দিতে চাইলেন!

পিছিয়ে পড়েও
সালাহর জোড়া গোলে লিভারপুলের জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লিগ টেবিলের তলানির দলের বিপক্ষে আক্রমণের ঝড় তুলল লিভারপুল। প্রথমে এগিয়েও যায় তারা। কিন্তু বিরতির আগে ও পরে দুইটি গোল করে লড়াই জমিয়ে তোলে সাউথ্যাম্পটন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে আটকাতে পারেনি। মোহামেদ সালাহর জোড়া গোলে জয় পেল আর্নাস্লটের দল।

প্রতিপক্ষের মাঠে ২৪ নভেম্বর প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ৩-২ গোলে জিতেছে লিভারপুল। দোমিনিক সোবোসলাইয়ের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর অ্যাডাম আর্মস্ট্রং ও মাতেউস ফের্নান্দেসের গোলে জয়ের আশা জাগায় সাউথ্যাম্পটন। তবে তাদের সেই আশা গুঁড়িয়ে দিলেন সালাহ। এই জয়ে লিগ টেবিলে ৮ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল আর্নাস্লটের দল।

সাউথ্যাম্পটনের গোল দুটির মুহূর্ত বাদে ম্যাচের প্রায় পুরোটা সময় আক্রমণে আধিপত্য করে লিভারপুল। ৬০ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৭টি শট নিয়ে ১১টি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা; সাউথ্যাম্পটনের সাত শটের পাঁচটি ছিল লক্ষ্যে।

এদিন গোলের উদ্দেশ্যে প্রথম শটটি অবশ্য নেয় আগের ১১ ম্যাচে মাত্র একটি জয় পাওয়া সাউথ্যাম্পটন। যদিও ফের্নান্দেসের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট লিভারপুল গোলরক্ষক কুইভিন কেলেহারকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি। এরপর সাউথ্যাম্পটনের ওপর প্রবল চাপ তৈরি করে সফরকারীরা। প্রথম আধা ঘণ্টাতেই গোলের জন্য ৯টি শট নিয়ে ৭টি রাখে লক্ষ্যে এবং সপ্তম শটে মিলে যায় কাঙ্ক্ষিত গোলও।

৩০তম মিনিটের গোলটিতে অবশ্য পুরোপুরি দায় সাউথ্যাম্পটনের। গোলরক্ষকের পাস বক্সের মুখে পেয়ে ফের্নান্দেস প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে বক্সের মধ্যেই পাস দেন ফ্লিনকে। এই ইংলিশ মিডফিল্ডার ক্লিয়ার করতে গিয়ে পুরোই তালগোল পাকান, বল তুলে দেন বক্সের মুখে সোবোসলাইয়ের পায়ে। এমন উপহার পেয়ে ভুল করেননি তিনি, জোরাল শটে বল জালে পাঠান হাঙ্গেরির এই মিডফিল্ডার।

পিছিয়ে পড়ার পর পাল্টা আক্রমণ শুরু করে সাউথ্যাম্পটন। বিরতির আগে পেয়ে যায় গোলের দেখাও। টাইলার ডিবলিংকে লিভারপুল ডিফেন্ডার অ্যান্ডি রবার্টসন ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। তবে ফাউল বক্সের মধ্যে না বাইরে হয়েছে, সেটা নিয়ে সংশয় ছিল। টিভি রিপ্লেতে দেখেও মনে হয়, একটু বাইরে; তবে ভিএআরে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। অ্যাডাম আর্মস্ট্রংয়ের স্পট কিক অবশ্য ঠেকিয়ে দেন কেলেহার, তবে ফিরতি বল পেয়ে পাল্টা শটে আর ভুল করেননি ফরোয়ার্ড আর্মস্ট্রং।

প্রতিপক্ষের একটি আক্রমণ রুখে দিয়ে প্রতি-আক্রমণে উঠে ৫৬তম মিনিটে এগিয়ে যায় সাউথ্যাম্পটন। আর্মস্ট্রংয়ের পাস বক্সে পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় প্লেসিং শটে প্রিমিয়ার লিগে প্রথম গোল করেন ২০ বছর বয়সী পর্তুগিজ মিডফিল্ডার। এগিয়ে গিয়ে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে সাউথ্যাম্পটন। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে লড়াই।

৬৫তম মিনিটে আবারও ভুল করে বসেন ম্যাককার্থি এবং সেই সুযোগে লিভারপুলকে সমতায় ফেরান সালাহ। মাঝমাঠ থেকে উড়িয়ে বক্সে থ্রু পাস বাড়ান রায়ান খাফেনবেখ, বলের গতি-প্রকৃতি ঠিকমতো না বোঝায় এগিয়ে আসার চেষ্টা করেও সময়মতো পারেননি গোলরক্ষক, ছুটে গিয়ে প্রথম ছোঁয়ায় তাকে পরাস্ত করেন মিশরের ফরোয়ার্ড।

তৃতীয় গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা লিভারপুল সফল হয় ৮৩তম মিনিটে। সাউথ্যাম্পটনের বক্সে তাদের ডিফেন্ডার ইউকিনারি সুগাওয়ারার হাতে বল লাগলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি এবং সফল স্পট কিকে জয়সূচক গোলটি করেন সালাহ।

আসরে ৯ ম্যাচ খেলে সালাহর মোট গোল হলো ১৩টি, ছাড়িয়ে গেলেন এতদিন শীর্ষে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হলান্ডকে। ১২ ম্যাচে ১০ জয় ও এক ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৩১। দ্বিতীয় স্থানে ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ২৩। সমান ২২ করে পয়েন্ট নিয়ে পরের তিনটি স্থানে চেলসি, আর্সেনাল ও ব্রাইটন।

আইপিএল নিলামে
পেসারদের চড়া দাম

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) আসন্ন আসরের জন্য জেদ্দায় বসেছে মেগা নিলাম। দুইদিনে মোট নিলামে উঠবেন ৫৭৭ জন ক্রিকেটার।

নিলামে প্রথমেই তোলা হয় আর্শদীপ সিংকে। ১৮ কোটি টাকাতে এই পেসারকে কিনে নিয়েছে তার পুরোনো দল পাঞ্জাব কিংস। নিলামে ভারতীয় এই পেসারের সর্বোচ্চ দাম তুলেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তবে রাইট টু ম্যাচ কার্ড ব্যবহার করে তাকে কিনেছে পাঞ্জাব। দিনের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে নিলামে তোলা হয় কাগিসো রাবাদাকে। এই প্রোটিয়াকে ১০ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কিনেছে গুজরাট টাইটানস। দিনের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে নিলামে তোলা হয়েছিল শ্রেয়াস আইয়ারকে। এই টপ অর্ডার ব্যাটারকে নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি হয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস ও পাঞ্জাব কিংসের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত ২৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে পাঞ্জাব তাকে দলে ভেড়ায়।

১৫ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে গুজরাট টাইটানসে গেছেন জস বাটলার। ১১ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে দিল্লিতে মিচেল স্টার্ক। গত আসরে তার মূল্য ছিল ২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। এবার তার দাম কমেছে ১৩ কোটি।

মোহাম্মদ শামিকে ১০ কোটি টাকাতে দলে নিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

৭ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে ডেভিড মিলারকে দলে নিয়েছে লক্ষ্ণৌ। ৭ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে ডেভিড মিলারকে দলে নিয়েছে লক্ষ্ণৌ।

১৮ কোটি রুপিতে যুবেন্দ্র চাহালকে কিনেছে পাঞ্জাব কিংস। আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে দামি স্পিনার এখন এই লেগি। মোহাম্মদ সিরাজকে পেতে গুজরাটের গুনতে হয়েছে ১২ কোটি ২৫ লাখ টাকা। লিয়াম লিভিংস্টোনকে ৮ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে দলে নিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। লোকেশ রাহুলকে দিল্লি ক্যাপিটালস পেয়েছে মাত্র ১৪ কোটি টাকাতে। হ্যারি ব্রুককে ৬ কোটি ২৫ লাখ টাকাতে দলে নিয়েছে দিল্লি।

মার্করামকে ভিত্তিমূল্যে ২ কোটিতে কিনেছে লক্ষ্ণৌ। ৬ কোটি ২৫ লাখ টাকাতে চেন্নাইয়ে ফেরত গেছেন ডেভন কনওয়ে। ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকাতে চেন্নাই কিনেছে রাহুল থিপাঠিকে। জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্কের দাম উঠেছে ৯ কোটি টাকা। তাকে রাইট টু ম্যাচ কার্ড ব্যবহার করে দলে নিয়েছে তার পুরোনো দল দিল্লি। ৮ কোটিতে হার্শাল প্যাটেলকে দলে নিয়েছে হায়দরাবাদ। আরটিএমে ৪ কোটিতে চেন্নাইয়ে ফিরেছেন রাচিন রবীন্দ্র। ৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে দলে ভিড়িয়েছে চেন্নাই।

২৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে দলে নিয়েছে তে কলকাতা। এই অলরাউন্ডারকে নিয়ে বেঙ্গালুরু ও কলকাতার মধ্যে ভালোই লড়াই হয়েছে। ১১ কোটিতে মার্কাস স্টয়নিসকে দলে নিয়েছে পাঞ্জাব। ৩ কোটি ৪০ লাখে মিচেল মার্শকে পেয়েছে লক্ষ্ণৌ। ৪ কোটি ২০ লাখে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে নিয়েছে পাঞ্জাব। এই অজি অলরাউন্ডার এর আগে দুই দফায় পাঞ্জাবে খেলেছেন ৫ মৌসুম।

ডি কককে ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকাতে নিয়েছে কলকাতা। ফিল সল্টকে কিনতে বেঙ্গালুরু খরচ করেছে ১১ কোটি ৫০ লাখ। মাত্র ২ কোটি টাকাতে রহমানউল্লাহ গুরবাজকে পেয়ে গেছে কলকাতা। ঈশান কিষানকে ১১ কোটি ২৫ লাখ টাকাতে কিনেছে হায়দরাবাদ। ভারতের আরেক উইকেটকিপার ব্যাটার জিতেশ শর্মাকে ১১ কোটি রুপিতে দলে নিয়েছে বেঙ্গালুরু।

জশ হ্যাজলউডকে কিনতে বেঙ্গালুরুর খরচ করতে হয়েছে ১২ কোটি ৫০ লাখ রুপি। প্রসিধ কৃষ্ণাকে ৯ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে কিনেছে গুজরাট। আবেশ খানকে ৯ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কিনেছে লক্ষ্ণৌ। আনরিখ নর্কিয়াকে ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে কিনেছে কলকাতা। জফরা আর্চারকে ১২ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে কিনেছে রাজস্থান রয়্যালস। ৪ কোটি ৮০ লাখ টাকাতে খলিল আহমেদ গেছেন চেন্নাইয়ে। নটরাজনকে ১০ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে কিনেছে দিল্লি। ট্রেন্ট বোল্টকে কিনতে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের খরচ হয়েছে ১২ কোটি ৫০ লাখ।

আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে দামী পান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জেদ্দায় অনুষ্ঠেয় আইপিএলের মেগা নিলামে রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক ব্যাটার ঋষভ পান্ত। তাকে ২৭ কোটি রুপি দিয়ে কিনেছে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্ট। আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে দামী ক্রিকেটার এখন তিনি। তার ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপি। পান্তের আগে নিলামে ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে শ্রেয়াস আইয়ারকে কেনে পাঞ্জাব কিংস। তাকে এবার ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা। তিনি সোল্ড আউট হতেই আপিএলের সবচেয়ে দামী ক্রিকেটার হওয়ার রেকর্ড গড়েন। কিন্তু পরেই তা ভেঙে দিয়েছেন পান্ত।

নিলামের আগে লক্ষ্ণৌ নিকোলাস পুরানকে ২১ কোটি, রবি বিষ্ণয়কে ১১ কোটি, মায়াঙ্গ যাদবকে ১১ কোটি, মহসিন খানকে ৪ কোটি ও আয়ুশ বাদানিকে ৪ কোটি রুপিতে ধরে রেখেছে। নিলামের আগে হেনরিক ক্লাসেনকে ২৩ কোটি রুপিতে ধরে রাখে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তিনি নিলামে না উঠলেও আইপিএল ইতিহাসের দ্বিতীয় দামী ক্রিকেটার হওয়ার কীর্তি গড়েন। যে রেকর্ড টিকল না মেগা নিলামে। আইপিএলের সবচেয়ে দামী ক্রিকেটার ছিলেন মিশেল স্টার্ক। ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের পর তার দাম তরতর করে বেড়ে যায়। কলকাতা নাইট রাইডার্স তাকে গত আসরে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কিনেছিল। স্টার্ক বেশ খরুচে হলেও শেষ পর্যন্ত শিরোপা জিতেছিল কলকাতা।

আইপিএল নিলাম
অবিক্রিত রইলেন ওয়ার্নার-বেয়ারস্টো

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আইপিএল নিলামে দল পাননি ডেভিড ওয়ার্নার ও জনি বেয়ারস্টো। সৌদি আরবের জেদ্দায় ২৪ নভেম্বর বসেছে আইপিএলের ১৮তম আসরের মেগা নিলাম। যেখানে ২ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যের ওয়ার্নার ও বেয়ারস্টোকে দর কষাকষির জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর নিকট আহ্বান করা হয়। কিন্তু তাদের দলে ভেড়াতে আগ্রহ দেখায়নি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি।

আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ক্রিকেটারদের একজন ডেভিড ওয়ার্নার। অজি এই ওপেনার জাতীয় দলকে বিদায় জানিয়েছেন। দেশের হয়ে ক্যারিয়ারের ইতি টানলেও তিনি বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে আইপিএল নিলামের প্রথম দিনে তার প্রতি আগ্রহ দেখায়নি কেউ।

এবারের নিলামে ওয়ার্নারের ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপি। তবে তার প্রতি কোনো দলই আগ্রহ না দেখানোয় শেষ পর্যন্ত অবিক্রিতই থেকে যান সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে শিরোপা জেতানো সাবেক এই অধিনায়ক।

জনি বেয়ারস্টোর সবশেষ আসরে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে দ্যুতি ছড়িয়েছিলেন তিনি। ১১ ম্যাচে ২৯.৮০ গড় এবং ১৫২.৮২ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ২৯৮ রান। অপরাজিত ১০৮ রানের ইনিংসটি ছিল তার সর্বোচ্চ। আইপিএলে বেয়ারস্টোর অভিষেক ২০১৯ সালে। ২ কোটি ২০ লাখ রুপির বিনিময়ে তাকে দলে ভিড়িয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। শুরুর আসরেই বাজিমাত করেন তিনি। ৫৫.৬২ গড় আর ১৫৭.২৪ স্ট্রাইকরেটে ১০ ম্যাচে সেবার তিনি ৪৪৫ রান করেছিলেন। ২ ফিফটির সঙ্গে ছিল ১ সেঞ্চুরির ইনিংস। এরপরে ২০২২ সালে ৬.৭৫ কোটি রুপির বিনিময়ে পাঞ্জাব কিংসে যোগ দেন তিনি। টানা তিন মৌসুম খেলার পর ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সঙ্গেও ইতি ঘটল ৩৫ বছর বয়সি এ ব্যাটারের।

অবশ্য নিলামের দ্বিতীয় দিনে আরেকবার সুযোগ পেতে পারেন ওয়ার্নার ও বেয়ারস্টো। এখন দেখার অপেক্ষা শেষ পর্যন্ত কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির নজরে পড়েন কি না এ দুই ক্রিকেটার।

২৩.৭৫ কোটিতে
কলকাতায় ভেঙ্কটেশ আইয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা নাইট রাইডার্স ২০২৫ আইপিএল নিলামে এক বড় সিদ্ধান্ত নিল। গত মৌসুমে ৮ কোটি টাকা দিয়ে রিটেইন করা ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে এবার ২৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা দিয়ে দলে নেয় তারা। ভেঙ্কটেশ আইয়ার আইপিএলে তার যাত্রা শুরু করেছিলেন ২০২১ সালে, যখন কেকেআর তাকে ২০ লাখ টাকা ভিত্তিমূল্যে কিনেছিল। সেই মৌসুমে, আইয়ার তার ব্যাটিং এবং বোলিং দক্ষতার মাধ্যমে নজর কাড়েন। ১২ ম্যাচে ৩৯০ রান করে, তিনি আইপিএলে নবাগতদের মধ্যে অন্যতম সেরা পারফর্মার হিসেবে আবির্ভূত হন। তার ব্যাটিং গড় ছিল ৪৩.৩৩ এবং স্ট্রাইক রেট ১৪১.২৮, যা তাকে কেকেআর-এর শীর্ষ ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

২০২২ সালের নিলামে, আইয়ারকে ৮ কোটি রুপি দিয়ে রিটেইন করে কেকেআর। সেই মৌসুমে তিনি ১৪ ম্যাচে ৩৫৮ রান করেছিলেন, কিন্তু তার গড় ছিল ২৫.৫৭, যা কিছুটা কম ছিল। তবে তার মিডল অর্ডারে অবদান এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে ভালো খেলতে পারার ক্ষমতা তাকে একাধিক ম্যাচের জয়ে সাহায্য করেছিল। ২০২৩ আইপিএলে, ভেঙ্কটেশ ১২ ম্যাচে ২৫০ রান করেন, এবং তার গড় ছিল ২২.৭২। এবারের আইপিএল নিলামে, কলকাতা নাইট রাইডার্স তার মূল্য বৃদ্ধি দেখে অবাক হয়ে ২৩.৭৫ কোটি টাকা দিয়ে তাকে কিনে নেয়। এবারের দাম বেড়ে যাওয়ার পিছনে কারণ হিসেবে তার সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স, কৌশলগত ভূমিকা এবং ম্যাচ নির্ধারণকারী ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

টি-টোয়েন্টি: ৭ রানে অলআউট হয়ে বিশ্বরেকর্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহের বিব্রতকর রেকর্ডকে সঙ্গী করলো আইভরি কোস্ট। গতকাল নাইজেরিয়ার বিপক্ষে মাত্র ৭ রানে অলআউট হয়েছে আইভরি কোস্ট। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফ্রিকা মহাদেশের উপ-আঞ্চলিক বাছাইয়ে দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও এটি সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ।

আগে ব্যাটিং করে নাইজেরিয়া ৪ উইকেটে ২৭১ রান করে। জবাব দিতে নেমে আইভরি কোস্ট গুটিয়ে যায় ৭ রানে। নাইজেরিয়া জয় পায় ২৬৪ রানে। দলের সাত ব্যাটসম্যান খুলতে পারেননি রানের খাতা। সর্বোচ্চ ৪ রান করেন ওটারা মোহামেদ।

এর আগে টি-টোয়েন্টিতে সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ ছিল ১০ রান। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে স্পেনের বিপক্ষে আইল অব মানে ১০ রান করেছিল। এরপর চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে মঙ্গোলিয়াও ১০ রানে অলআউট হয়েছিল। এবার আইভরি কোস্ট তাদের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেলেন।

নাইজেরিয়ার হয়ে এদিন সেঞ্চুরি করেছেন সেলিম সালাউ। ১৩ চার ও ২ ছক্কায় ৫৩ বলে ১১২ করেন। এছাড়া আইসেক ওকপি ৩ চার ও ৬ ছক্কায় ২৩ বলে ৬৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন।

৭.৩ ওভারে অলআউট হয় আইভরি কোস্ট। তাদের এটিই ছিল স্বীকৃত ক্রিকেটে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সিরিয়া লিয়নের বিপক্ষে মাত্র ২১ রানে অলআউট হয় ১৯০ রানের লক্ষ্য তাড়ায়। ২০২২ সালে তারা আইসিসির সহযোগী দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR